সূচিপত্র

কৈফিয়ত /৫
সম্পাদকের কথা /৭
অনুবাদকের আরয /১৩
আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি : জীবন ও কর্ম /১৮
পূর্বকথা /৫০
ভূমিকা /৫৫
প্রথম অধ্যায়: পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলির বিবরণ/১২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রন্থগুলোর নাম ও সংখ্যার বর্ণনা /১২৪
পুরাতন নিয়মের প্রথম প্রকারের গ্রন্থাবলি /১২৪
পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থাবলি/১২৭
নতুন নিয়মের প্রথম প্রকারের গ্রন্থাবলি /১২৮
নতুন নিয়মের দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থাবলি /১২৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি গ্রন্থেরও অবিচ্ছিন্ন সূত্র (chain of authorities) ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত নেই/১৩৪

১. তোরাহ বা তাওরাত/১৩৭
২. যিহোশুয়ের পুস্তক /১৫০
৩. বিচারকর্তৃগণের বিবরণ/১৫৪
৪. রুতের বিবরণ/১৫৫
৫. নহিমিয়ের পুস্তক/১৫৫
৬. ইয়োবের বিবরণ/১৫৬
৭. দাউদের গীতসংহিতা/১৫৭
৮. শলোমনের হিতোপদেশ/১৫৯
৯. উপদেশক/১৬২
১০. শলোমনের পরমগীত/১৬২
১১. দানিয়েলের পুস্তক/১৬৩
১২. ইস্টেরের বিবরণ/১৬৩
১৩. যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক/১৬৩
১৪. যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক/১৬৫

১৫. মথি লিখিত সুসমাচার/১৬৫
১৬. মার্ক লিখিত সুসমাচার/১৬৬
১৭. লুক লিখিত সুসমাচার/১৬৬
১৮. যোহন লিখিত সুসমাচার/১৬৭
১৯. নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্র/১৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের গ্রন্থগুলোর অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির বর্ণনা/১৮৪
প্রথম অংশ: বৈপরীত্যের বর্ণনা/১৬৬
দ্বিতীয় অংশ: ভুলভ্রান্তির বর্ণনা/২৫০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সকল কথা ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণের নেই/৩২৭
পৌল ভাক্ত ভাববাদী, তার বক্তব্য ও মতামত গ্রহণযোগ্য নয়/৩৫৯
প্রেরিতগণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না/৩৬০
তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরিচয়/৩৬০
দুইটি বিভ্রান্তিকর দাবি ও তার আলোচনা/৩৭২
প্রথম বিভ্রান্তির অপনোদন/৩৭৩
ক্লিমেন্টের পত্রের প্রথম বক্তব্য/৩৭৭
ক্লিমেন্টের পত্রের দ্বিতীয় বক্তব্য/৩৭৮
ক্লিমেন্টের পত্রের তৃতীয় বক্তব্য/৩৭৯
ইগনাটিয়াসের লেখনী বিষয়ক আলোচনা /৩৮৪
ধর্মগ্রন্থাদির বিকৃতি ও জালিয়াতির বিষয়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের সাক্ষ্য/৩৮৭
দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদন/৩৯২
দ্বিতীয় অধ্যায়: বিকৃতির প্রমাণ/৩৯৭
পূর্বকথা: বিকৃতির প্রকারভেদ/৩৯৮
প্রথম পরিচ্ছেদ: পরিবর্তনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ/৩৯৯
পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি ও ইয্রার ভূমিকা/৪১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বৃদ্ধি ও সংযোজনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ/৪২৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিয়োজনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ/৪৭১

কৈফিয়ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ بَعَثَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيْنِ وَعَلٰى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْنَ وَمَنْ سَارَ عَلٰى نَهْجِهِ وَلَزِمَ سُنَّتَهُ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

১৭৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বেদনাদায়ক অবসানের পর থেকে ইংরেজ শাসন শুরু হয়। আর এ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারিরা এ উপমহাদেশে তাদের মিশনারি কার্যক্রম জোরদার করে। মিশনারিদের এই অপতৎপরতা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয়; যার ফলে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুল রহমান কীরানবি রাহিমাহুল্লাহ যেন মহান আল্লাহর রহমত হিসেবে আর্বিভূত হন। বক্তৃতা, বির্তক ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের শাশ্বত বাণীকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের বেশির ভাগ জবাব তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিস্ময়করভাবে মিশনারি অপতৎপরতা প্রতিহত করেন।

প্রসঙ্গত, ১৮২৯ সালে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারক মিঃ কার্ল গোটালেব ফান্ডার খ্রিস্টান পাদরিদের গতানুগতিক মিথ্যাচার, বিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষেদাগার সম্বলিত ‘মীযানুল হক’ (Scale of Truth) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। মূল পুস্তকটি জার্মান ভাষায় রচিত হলেও তা উর্দূ ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এমনকি তারা এটাও দাবি করতে থাকে যে, এ পুস্তকের যুক্তিগুলো খণ্ডন করার সাধ্য কোন মুসলমান আলিমের নেই।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী মিশনারিদের এই অপতৎপরতার জবাবে এগিয়ে আসেন। তিনি ‘মীযানুল হক’ এর জবাবে ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) শীর্ষক আরবী ভাষায় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ এবং খ্রিস্টান প্রচারকগণ চেয়েছিলেন রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিতে। সাময়িকভাবে সামরিক বিজয় তাঁরা লাভ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এ বিজয়ের মাধ্যমেই তারা রাহমাতুল্লাহকে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। জিহ্বা, কলম ও তরবারীর এ মহান মুজাহিদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন; তাঁকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করলেন এবং কর্মময় দীপ্ত জীবন দান করলেন।

ইযহারুল হক গ্রন্থখানি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। এই মূল্যবান পুস্তকটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিম ও পণ্ডিত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ পুস্তকটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে সম্পূর্ণ পুস্তকটি

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি
জীবন ও কর্ম

১. জন্ম ও বংশ

মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ কীরানবি ১২৩৩ হিজরি সালের জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ, মোতাবেক ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চের ৮/৯ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লির পার্শ্ববর্তী 'মুজাফফর নগর' জেলার 'কীরানা' বা 'কৈরানা' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খলীলুর রহমান। তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ যুন্-নূরাইন উসমান ইবন আফফান রা.র বংশধর। তাঁর ২৪তম পিতামহ আব্দুর রাহমান ইবন আব্দুল আযীয সর্বপ্রথম সুলতান মাহমূদ গযনবির সাথে ভারতে আগমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পানিপথে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর ৭ম পিতামহ আব্দুল কারীম একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতের মোগল সম্রাট আকবারের এক জটিল রোগের চিকিৎসায় তিনি সফল হন। পুরস্কার হিসেবে সম্রাট আকবার তাকে 'কৈরানা' গ্রামে অনেক লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তখন থেকে তারা তথায় বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী মোগল শাসনামলে এ বংশের অনেকেই বিভিন্ন বড়বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১]

---

১. ড. মালকাবি, মুহাম্মাদ আহমাদ, সম্পাদকের ভূমিকা, ইযহারুল হক (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ: দারুল ইফতা, ১৯৮৯) ১/১৫; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, ভূমিকা, ইযহারুল হক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ২/৫-৬; ড. মোহর আলী, মুওয়াজাহাতুল

২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

রাহমাতুল্লাহর পিতা, চাচা ও বংশের অনেকেই ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের অন্যতম। ইলম, ধার্মিকতা, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই তারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের হাতেই রাহমাতুল্লাহর হাতেখড়ি। ১২ বছর বয়সে তিনি 'হিফযুল কুরআন' (কুরআন কারীম মুখস্থ) সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী দিল্লি গমন করেন। তথায় প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মাদ হায়াতের 'মাদ্‌রাসা' (মহাবিদ্যালয়২)-এ ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় ও দিল্লির অন্যান্য আলিমের নিকট ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষার আগ্রহ রাহমাতুল্লাহকে এখানেই থামতে দেয় নি। দিল্লির আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করার পরে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ইসলামি জ্ঞানের চর্চায় লক্ষ্ণৌও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও ফকীহ মুফতি সা'দুল্লাহর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ইমামবখশ সাহবায়ির নিকট ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মুহাম্মাদ ফায়েযের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এছাড়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট গণিতশাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

এভাবে দিল্লির ও লক্ষ্ণৌর শিক্ষক ও পণ্ডিতদের নিকট থেকে ইসলামি ও প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভের পরে রাহমাতুল্লাহ তাঁর জন্মস্থান কৈরানায় ফিরে আসেন। তথায় তিনি একটি মাদরাসা (মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ছাত্ররা তাঁর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ইসলামি শিক্ষা

মুসলিমীন লিল আনশিতাতিত তানসীরিয়্যাহ ফিল বানগাল ওয়া শিমালিল হিনদ (প্রবন্ধ), গবেষণা কেন্দ্র, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক জার্নাল, ১ম সংখ্যা, মুহাররাম ১৪০৩ (১৯৮২), পৃ. ৮০।

২. তৎকালীন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মসজিদ ও মকতবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা হত। আর মাদরাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান পরিভাষায় যা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য। ইউরোপে 'স্কুল' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হত ও এখনো হয়ে থাকে।

প্রচার, খ্রিস্টধর্ম-প্রচারকদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধ ও বৃটিশ আধিপত্যবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন এবং অনেকেই তাঁদের লেখনী, বক্তব্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম জাগরণ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এদের একজন ছিলেন আল্লামা শাইখ আব্দুল ওয়াহ্হাব। তিনি মাদ্রাজের প্রথম ইসলামি মহাবিদ্যালয় (মাদরাসা) 'আল-বাকিয়াতুস সালিহা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজের সবচেয়ে বড় ইসলামি শিক্ষাপীঠ বলে গণ্য।[৩]

৩. ভারতের তৎকালীন অবস্থা ও মিশনারি অপতৎপরতা

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার পতন ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের একটি মোড়। ইসলামের সাথে খ্রিস্টধর্মের প্রতিযোগিতা ও সংঘাত প্রথম থেকেই। প্রথম থেকেই ইসলামের পাল্লা ভারি থেকেছে। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে খ্রিস্টীয় ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড নামের মহাসমর ও মহাধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন নি, যদিও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অনেকেই প্রাথমিক বিজয়ের পরেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল হয়েছিল উল্টো। অটোম্যান তুর্কিগণ ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এছাড়া দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পাশাপাশি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ একটি মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টান প্রচারকগণ একে খ্রিস্টধর্মের মহাবিজয়ের সূচনা বলে গণ্য করেন। তারা অনুভব করেন যে, অচিরেই ইসলাম বিলুপ্ত হবে এবং খ্রিস্টধর্ম তার স্থান দখল করবে। বিপুল উদ্দীপনার সাথে তারা ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দিকে এগিয়ে আসেন। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমান্বয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টান মিশনারিগণ ভারতে আগমন করতে থাকেন।

---

৩. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/১৬; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত, ২/৬-৭।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি (Willian Carey) ব্যাপটিস্ট মিশনারির পক্ষ থেকে কলকাতায় আগমন করেন। অষ্টাদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই মিশনারি কার্যক্রম সুনির্ধারিত রূপ লাভ করে। এ শতক শেষ হওয়ার আগেই ভারতে খ্রিস্টধর্ম, বিশেষত ইংল্যান্ডের চার্চের নিয়ন্ত্রণে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলোর মধ্যে ছিল:

১. The Baptist Missionary Society (ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি)

২. The Church Missionary Society (চার্চ মিশনারি সোসাইটি)

৩. The London Missionary Society (লন্ডন মিশনারি সোসাইটি)

৪. The Free Church of Scotland Mission (স্কটল্যান্ডীয় ফ্রি চার্চ মিশন)

৫. Society for the Propagation of the Gospel (গসপেল প্রচার সোসাইটি).

এ সকল প্রচারক সমিতি ও সংস্থাকে অর্থ, সম্পদ, প্রচারক, রাজনৈতিক সমর্থন ও বইপুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বৃটিশ ও বিদেশি বাইবেল সোসাইটি (British and Foreign Bible Society) গঠন করা হয়। এছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও ব্রিটেনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিমদেরকে যেকোনোভাবে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে অতি-আগ্রহী ছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে প্রচার করেন। ফলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উগ্রতার ভেতর দিয়ে বাংলা ও ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়।[৪]

ধর্মান্তকরণের এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। অগণিত মিশনারি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি জবরদখল করা, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামি শিক্ষা অপসারণ করা, ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্যাদি উপস্থাপন করা, মুসলিমদের মধ্য থেকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি ও অন্যান্য ভণ্ড ও প্রতারককে সাহায্য করে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় ছিল বাংলা, উর্দু ও ফারসি ভাষায় ইসলাম ধর্ম, কুরআন

৪. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭১।